সম্পাদকীয়

আফিফ ফুয়াদ

এক

> I am often asked that. I did when i was eighteen and I published some poems in turkey, but then I quit. My explanatuom is that I realized that a poet is someone through whom God is speaking. You have to be possessed by poetry. I tried my hand at poetry, but I realized after some time that God was not speaking to me. I was sorry about this and then I tried to imagine- if God were speaking through me, what would he be saying? I began to write very meticulously, slowly, trying to figure this out. That is prose writing, fiction writing. so I worked like a clerk. some other writers consider this expression to be a bit of an insult. But I accpt it\ I work like a clerk.

গদ্যকার হয়ে ওঠার প্রস্তুতিপর্ব বিষয়ে ওরহান পামুকের ২০০৫-এ প্রকাশিত Paris Review পত্রিকার এই সাক্ষাৎকার মনে করিয়ে দেয় মানিক বন্দোপাধ্যায়ের কথা, যিনি তাঁর সারা জীবনের গদ্য লেখাকে কেরানির কাজের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। ২০০৫ -এর আরও একটি সাক্ষাৎকারে (Swiss newspaper Der Tages-Anzeiger) পামুক বলেছিলেন: 'Thirty thousand Kurds and a million Armenians were killed in these lands and nobody but me dares to talk about it.' দুঃসাহসিক এই মন্তব্যে তুরস্কের জাতীয় সংবাদ মাধ্যম তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে, স্বদেশে বিচার শুরু হয় তাঁর। যদিও একই সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে International PEN-এর মতো কবি, নাট্যকার, সম্পাদক, প্রাবন্ধিকদের সংগঠন। এবং ২০০৬ সালে নোবেল সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত হন ওরহান পামুক।

তুরস্কের কাব্যচর্চার ইতিহাস প্রায় হাজার বছরের। পারস্যের কবি ফিরদৌসি (১৯৩৫-১০২০) তাঁর ফারসি ভাষায় লেখা কাব্যগ্রন্থ book of Kings গজনির সুলতান মাহমুদকে উপহার দিয়েছিলেন। সেখানে বর্ণিত আলেকসান্দারের রাজ্য বিজয়, বীর রুসতমের গল্প বা পারসিয়া ও তুরানের যুদ্ধ প্রভৃতি পারস্যের মিথ ও ইতিহাস—পরবর্তী কাব্যচর্চায় এমনকী চতুর্দশ শতাব্দীর মিনিয়েচার শিল্পীদের পর্যন্ত উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। পারস্যের কবি নিজামির (১১৪১-১২০৯) লেখা রোম্যান্টিক কাব্য Quintet ধারণ করে রেখেছে : The Treasury of Mysteries, Husrev and Shirin, Leyla and Mejnun, The Seven Beauties এবং The Book of Alexander the Great প্রমুখ সারা বিশ্বের শ্রদ্ধা ও আগ্রহের কাব্য-কাহিনি। এই কাব্য-কাহিনি যেমন পঞ্চদশ শতাব্দী বা ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মিনিয়েচার শিল্পীদের উপর তেমন প্রভাব ফেলেছিল কাব্য-চর্চায়। ওটোমান সুলতানরা ছিলেন ধর্মে সুন্নি মুসলমান। এঁরা ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন দক্ষিণ পূর্ব ইয়োরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায়। ওটোমান সুলতানদের অনেক যেমন কাব্য-চর্চা করতেন, ছবি আঁকতেন এবং একই সঙ্গে ছবি ও গ্রন্থ বিষয়ে ছিল তাঁদের অগাধ পৃষ্ঠপোষণা। পামুক তাঁর প্যারিস রিভিউ-এর সাক্ষাৎকারে বলেছেন : 'Most of the Ottoman sultans and statesman were poet.' কাব্য-চর্চা করতেন ওরহান পামুকের বাবা গুন্ডুজ পামুক (১৯২৫-২০০২)। তুর্কি ভাষায় ফ্যালেরির কবিতা অনুবাদ করেছিলেন তিনি।

ওরহান পামুক বাবার গ্রন্থাগার থেকে অল্প বয়সেই পড়ে ফেলেছিলেন টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি, টমাস মান প্রমুখ বিশ্বসাহিত্যিকের লেখা। আঠারো বছর বয়সে বাবার গ্রন্থাগার থেকে কনস্টান্স গারনেটের ইংরেজি অনুবাদ ও ১৯৪০ সালের করা তুর্কি অনুবাদ পাশাপাশি রেখে দস্তয়েভস্কির The Brothers Karamazov পাঠের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন : 'I felt like saying. I am reading a book that shocks me deeply and will change my entire life...My first reading of Dostoyevsky was always seemed to mark the moment when I lost my innocence.' (The Brothers Karamazov' Other Colours P. 147-148) এই পরিবর্তন কি তাঁকে কবিতা ও ছবি থেকে সরিয়ে গদ্যের কাছে নিয়ে গেল! সম্ভবত এটাই তাঁর গদ্য লেখার অন্যতম প্রস্তুতি-ভূমি। এই প্রস্তুতি -ভূমি থেকে হাজার বছরের কবিতা ও মিনিয়েচার শিল্প চর্চার ছেদ ঘটিয়ে জন্ম নিল গদ্যচর্চা—ইয়োরোপের একান্ত নিজস্ব শিল্প মাধ্যম উপন্যাস হয়ে উঠল তাঁর মননের আধার। অথচ তিনি সরলেন না তাঁর নিজস্ব ভূমি থেকে—তাঁর অবলম্বন হয়ে উঠল ইতিহাস, স্থাপত্য ও কাব্য-শিল্প-ঐতিহ্য এবং শৈল্পিক প্রত্যয়। তিনি শরীরে হয়ে উঠলেন ইয়োরোপীয় অথচ আন্তর-চেতনায় থেকে গেলেন এশীয়।

দুই

সারা জীবন ইস্তানবুল শহরে বসবাস ওরহান পামুকের। জন্ম ১৯৫২ সালে। ওরহান পামুক বলেছেন : 'I was born in the middle of the night on 7 June 1952, in a small private hospital in moda.' ('Another Orhan' Istanbul P.7) ওটোমান সুলতান ওরহানের নামে নাতির নাম রেখেছিলেন ওরহান পামুকের পিতামহী। তুর্কি প্রজাতন্ত্রের শুরুতে ওরহানের পিতামহ তুরস্কের রেলরাস্তা নির্মাণের কাজ নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। গোকসুর তীরে তাঁর গড়ে তোলা কারখানায় সুতো থেকে তামাক—সব কিছু তৈরি হত। ওরহানের

পিতামহীর পিতা রাশিয়া-ওটোমান যুদ্ধের (১৮৮৭-৮৮) সময় আনাতোলিয়া থেকে প্রথমে ইজমির পরে ইস্তানবুল চলে আসেন। ওরহানের পিতামহ ইস্তানবুলে আসেন ছাত্রাবস্থায়। Istanbul স্মৃতিগ্রন্থ থেকে জানা যায় : তাঁর পিতামহ-পিতামহীর বিবাহের বাগ্‌দান অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১৭ সালে। (পৃষ্ঠা : ১০৫) ওরহানের পিতামহীরা ছিলেন সারকেসিয়ান, যাঁদের দীর্ঘদেহী নারীদের রূপের জন্য তুর্কি হারেমে ছিল বিশেষ কদর। ওরহান পামুকের পিতামহ ১৯৩৪ সালে মাত্র ৫২ বছর বয়সে লিউকেমিয়ায় মারা গেলে— তাঁর বাবা ও চাচারা পড়ে যান মহা আতান্তরে।

অভিজাত পামুক (সুতো) পরিবারে জন্ম নিয়ে ওরহান পামুক শৈশবে পেয়েছিলেন আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিম-ঘেঁষা শিক্ষা। যদিও সে শিক্ষা -ব্যবস্থা বিষয়ে তিনি পরে বলেছেন :'I came to understand that the place they called school had no part in answering life's most profound questions; rather, its main function was to prepare us for "real life" in all its political brutality.' ('The joy and monotony of School' Istanbul P. 115) তাঁর কলেজ-জীবন কেটেছিল রবার্ট কলেজে এবং ইস্তানবুলের কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্যবিদ্যা পড়া অসম্পূর্ণ রেখে তিনি শুরু করেছিলেন গভীর অধ্যয়ন ও গদ্যচর্চা।

১৯২২ সালে প্রায় ছ-শো বছরের ওটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর নতুন গড়ে ওঠা তুর্কি প্রজাতন্ত্রের গোড়ায় তৈরি হয়েছিল গলদ। তুর্কি প্রজাতন্ত্রে আমলাদের প্রত্যক্ষ মদতে গড়ে ওঠা নীতিহীন অসৎ ধনবৃত্ত যেন সুদীর্ঘ ওটোমান সাম্রাজ্যের শিক্ষা ও জ্ঞানের উৎকর্ষকে প্রতিস্থাপিত করছিল— ধ্বংস করে দিচ্ছিল প্রায় হাজার বছরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, নৈতিকতা এবং ধারাবাহিক আধ্যাত্মিক পরম্পরায় নিয়ে আসছিল এক নৈরাজ্যিক শূন্যতা। এই শূন্যতা ওরহান পামুককে স্থাপত্য বিদ্যার ক্লাস-রুম থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বাবার গড়া গ্রন্থাগারে এবং লেখক হওয়ার অধ্যবসায়ে ঠেলে দিয়েছিল তাঁকে। যে কথা তিনি স্মৃতির শহর ইস্তানবুল বিষয়ক স্মৃতিচারণা ও ব্যক্তিগত গদ্যগুলোতে উল্লেখ করেছেন বার বার। '...This was a far cry from the meritocratic Ottoman period, when olny by dint of an education could a man of humble background hope to rise through the ranks, get rich, and become a Pasha. With the closing of the Sufi tekkes in the early years of the Republic, the tepudiation of religious literature, the alphabet rrevolution, and the voluntary shift to European culure, it was no longer possibel to better oneself through education.' ('The rice' Istanbul P.122)

ওরহান পামুকের লেখক হওয়ার প্রস্তুতিপর্বের সূচনা অবশ্য আরও অনেক আগে, তাঁর শৈশবে। আট বছর বয়সে ওরহান তাঁদের পারিবারিক ছ-তলা 'পামুক অ্যাপার্টমেন্ট'-এর সব থেকে উঁচুতে বসবাস করা পিতামহীর প্রায়ান্ধকার অ্যাপার্টমেন্টের হলুদ হয়ে যাওয়া খবরের কাগজ আর পুরোনো বইয়ের মধ্যে অনুসন্ধান করতেন ইতিহাস। ইতিবৃত্তকার রেসাত একরেম কোচুর (Resat Ekrem kocu) বিস্তারিত ইতিহাস পাঠ তাঁর সেই বয়সেই। এই কারণে তাঁর সাহিত্যেতর হাতেখড়ি ইতিহাস দিয়ে। তিনি গদ্য লেখা শুরু করেছিলেন ছোটোগল্প দিয়ে। শুরু তিনটি গল্প ও প্রথম উপন্যাস Cevdet Bey and Sons ছিল ইতিহাস - নির্ভর। তাঁর লেখা এই উপন্যাসটি বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বের একটি সুদীর্ঘ পরিবারের রূপককাহিনি। পামুকের মতে, উপন্যাসটি টমাস মানের Buddenbrooks-এর মতো।

তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস অবশ্য অনেক বাধা পেরিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল উপন্যাস লেখার আট বছর পরে— তখন তিনি তিরিশ বছর বয়সের পরিণত লেখক— লেখার নিত্য নতুন নিরীক্ষায় নিয়োজিত। সে কারণে হয়তো তাঁর লেখা প্রথম ও দ্বিতীয় উপন্যাস Cevdet Bey and Sons (১৯৮২) এবং The Silent House (১৯৮৩) যথেষ্ট পরিণত নয় ভেবে অনুবাদ করতে দেননি তিনি। ওরহান পামুকের লেখা উপন্যাস প্রথম ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশ পেল ১৯৯১ সালে The White Castle (১৯৮৫)। এরপর The Black Book (১৯৯০/১৯৯৪) এবং The New Life (১৯৯৪/১৯৯৭)। The Silent House লেখার সময় তিনি বিখ্যাত ওটোমান জ্যোতির্বেত্তা তাকিউদ্দিন বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করেন। The Silent House-সহ একসময়ের অন্যান্য উপন্যাসগুলোতেও ছড়িয়ে রয়েছে ওটোমান যুগের সমৃদ্ধ প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান IMPAC Dublin Literary Award তাঁর My name is Red (১৯৯৮-২০০১) উপন্যাসের জন্য। ষোলোশো শতকের মিনিয়েচার -শিল্পীদের নিয়ে লেখা উপন্যাস My Name is Red লেখার পরপরই তিনি সাম্প্রতিক তুরস্কের রাজনৈতিক সমস্যাকে সামনে আনতে উপন্যাস লেখনে Snow (২০০২-২০০৪) এর পরের বইটি একেবারে অন্য ধরনের Istanbul: Memories and the city (২০০৩-২০০৫)—স্মৃতির শহর ইস্তানবুল ও ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা। আর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর প্রকাশ পেল তাঁর আর একটি অন্য ধরনের গ্রন্থ Other Colours (২০০৭)। এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তাঁর কিছু নিবন্ধ, বিশ্বখ্যাত লেখক ও গ্রন্থের মূল্যায়ন, তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় নিজের লেখা বই বিষয়ক গদ্য, একটি গল্প এবং নোবেল বক্তৃতা। সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখা একেবারে স্মৃতিমেদুর বিষাদময় প্রেমের উপন্যাস The Museum of Innocence (২০০৮/২০০৯)। এই উপন্যাসেও জাদুঘর আর ইতিহাসের ছায়া—সারা পৃথিবীর অগণন জাদুঘরের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে উপন্যাসে। নব্বইয়ের দশকে পামুক Secret Face (১৯৯২) নামে একটি চিত্রনাট্য লিখেছিলেন। আর গত বছর প্রায় পেয়েছে Pieces from the

views, life, streets, literature (২০১০)।

তিন

My Name is Red উপন্যাস সুলতান মুরাত তৃতীয়ের রাজত্বের কালখণ্ডে সাজানো। সুলতান তৃতীয় মুরাত মুসলমান বর্ষপঞ্জি হিজরির হাজারতম বর্ষ উপলক্ষে একটি মিনিয়েচার গ্রন্থ প্রস্তুত করতে দিয়েছেন মিনিয়েচার - শিল্পীদের। প্রধানতম শিল্পী ওসমানকে উপেক্ষা করে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে এনিস্তে এফেন্দিকে। তাঁর তত্ত্বাবধানে অক্লান্ত কাজ করেছেন যে দেশের অসংখ্য শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা তাঁদের অন্যতম এলেগান্ত, বাটার ফ্লাই, স্টর্ক, অলিভ। এঁদের মধ্যে হঠাৎ অদ্ভুত নৃশংসভাবে খুন হলেন এলেগান্ত। মৃতদেহ পাওয়া গেল এক কূপের মধ্যে। শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কেউ একজন তাঁর হত্যাকারী। কিন্তু কে সে? আর কেনই বা এই হত্যাকাণ্ড? চরম কৌতূহলের টানে পাঠককে আটকে ওরহান পামুক তুরস্কের শিল্প, সাহিত্য আর ইতিহাসের জাল বুনে বুনে এক মনোরম নকশা প্রস্তুত করেছেন— যার নির্ধারিত কোনো কেন্দ্র নেই। অবস্থা জটিলতর করতে কাহিনিতে এসেছে 'ব্ল্যাক'—কৃষ্ণবর্ণ, যে সুপুরুষ শিল্পীর উপর দায়িত্ব পড়েছে এলেগান্তের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার। এসেছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী অসাধারণ রূপবতী শেকুরে। উপন্যাসের চরিত্র হয়ে স্বর্ণমুদ্রা, গাছ, ঘোড়া ও সারমেয় নিজেদের প্রাণের কথা নিজেরা বলেছে। কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে গভীরতর জটিলতার খেলায়। সারা উপন্যাস জুড়ে প্রকৃত শিল্পের খোঁজে— শিল্প সম্বন্ধীয় প্রচুর আলোচনা— শিল্পবোধ সম্পর্কে এক নতুন দিগন্ত খুলে যায় পাঠকের সামনে। পামুক বিভিন্ন গল্প, লোককথার মাধ্যমে শিল্প - সম্বন্ধীয় এই আলোচনাকে নিপুন উপস্থিত করেছেন। মিনিয়েচার-শিল্পীরা চোখের কাজ করতে করতে অন্ধ হয়ে যান। কী করেন তাঁরা অন্ধত্ব এড়াবার জন্য? সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখেন, কেউ বা আজীবন মোমবাতির আলোতেই আঁকেন। কিন্তু এই অন্ধত্বেই— যখন বাইরের আলো নিভে যায়, তখন ভিতরের আলোতেই সৃষ্টি হয় এক অপূর্ব শিল্প। পুরোনো ও নতুন, ঐতিহ্য ও পরিবর্তন, প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য—সর্বক্ষণ চলেছে এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। অতীব যন্ত্রণাময় এই দ্বন্দ্বই মনে করিয়ে দেয় পামুকের প্রিয় লেখক দস্তয়েভস্কির কথা। প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে রয়েছে দ্বন্দ্ব। আত্মিক সচেতনতা। পতনের ঝোঁক। উত্তরণের আনন্দ রহস্যের আবেদন। প্রতিটি চরিত্রই আকর্ষণীয়। প্রতিটি দৃশ্য, মোটিফ নিখুঁত, স্বতন্ত্র, অনন্য। পাঠক ডুবে যান শুধু রহস্য নয়, জীবনের মাদকতায়, দর্শনের গভীরতায়।

My name Is Red লেখা বেশ কঠিন ছিল তাঁর কাছে। প্রতিটি যুগ ধরে ছবিগুলো দেখেছেন, বুঝেছেন তার বিবর্তন ও শৈলী। প্রথম দিকে কাজটি ছিল খুবই ধৈর্যসাপেক্ষ। ছবিগুলোকে ভালোবাসাও নাকি তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামের ইসলামি বিভাগে মিনিয়েচার-শিল্প, বিশেষত পারস্যের মিনিয়েচার খুঁটিয়ে দেখেছেন দিনের পর দিন। প্রথমে জানতেন না কী করে বুঝতে হয় এই আপাত নিস্পৃহ, বন্ধ, কঠিন, আধাচক্ষু বোঁজা, একই রকম মানুষগুলোকে। কিন্তু ওদের মুখ দেখে, চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝেছেন যে কীভবে ওদের ভালোবসতে হয়। ১৯৯০ -এর গোড়ায় ঘন্টার পর ঘন্টা ছবিগুলো মগ্ন হয়ে দেখা শুরু করে প্রায় দশ বছর সময় নিয়েছিলেন ছবিগুলোকে ভালোবাসতে শিখতে। ছাপার পর উপন্যাসটি প্রথম পড়িয়েছিলেন টোপকাপি রাজপ্রসাদের অধিকর্তা ফিলিজ কাগমানকে। আর উপন্যাস শুরু করার আগে এবং লিখতে লিখতে বার বার চলে যেতেন ওই প্রাসাদ-লাইব্রেরির পরিচালক ফিলিজ হানিমের কাছে। তারপর উপন্যাস শেষের পর এক রবিবার সকাল থেকে সারাদিন ধরে পাতার পর পাতা পড়ে—বিকেলে দুজনে গেলেনে রারেমের উঠোনে। লাইরেরি বন্ধ হয়েছে আগেই। যে দিকে তাকায় অন্ধকার, মুছে যাওয়া শূন্যতা। শরৎ শেষের হাওয়া বইছিল ঠান্ডা। উপন্যাসে বর্ণিত কোষাগারের দেওয়ালে চলাচল করছে গাঢ় ছায়া। সেখানে, সেই নৈঃশব্দ্যে, অনেক সময় ধরে অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি হাতে শপথ নেওয়ার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন দুজনে। তারও আগে বার বার পড়েছেন— কমা পালটেছেন হাজার বার। আর উপন্যাস শেষের পর তাঁর মনে হয়েছে প্রাণাধিক প্রিয় এই গ্রন্থটি লিখতে লিখতে তিনি ক্ষয় করে ফেলেছেন আত্মার কিছুটা অংশ।

পামুকের ভাবনায় My Name Is Red-এর প্রকৃত নায়ক কথকঠাকুরটি। লেখার সময় তাঁকে ভাবতে হয়েছে—এটা লিখো না, ওটা লিখো না, যদি লিখতে হয় তো এমন করে লেখো— না হলে মা রাগ করবেন, বাবা রাগ করবেন, রাষ্ট্র রাগ করবে, প্রকাশক রাগ করবে, খবরের কাগজ রাগ করবে, সবাই রাগ করবে, তারা জিভ আর আঙুল নাড়াবে। শেষমেষ ভেবেছেন, এমনভাবে লিখবেন যে সবাই রাগ করবে; কিন্তু এত সুন্দর করে লিখবেন যে সৌন্দর্যের কাছে সাবাই মাথা নোয়াবে।

সাত থেকে তেইশ বছর বয়স পর্যন্ত পামুক চিত্রশিল্পী হতে চেয়েছিলেন। বাবা-মার কিনে দেওয়া ছবির পকেট বইয়ের মধ্যে ছিল ওটোমান মিনিয়েচার। পামুক বইটি থেকে মিনিয়েচার কপি করতেন। মাত্র তেরো বছর বয়সে পামুক ষোলোশো শতকের মিনিয়েচার-শিল্পী ওসমান আর আঠারোশো শতকের মিনিয়েচার শিল্পী লেভিনের অঙ্কনশৈলীর পার্থক্য বুঝতে পারতেন। পরিণত লেখক-জীবনে মিনিয়েচার-শিল্প নিয়ে উপন্যাস লেখা যেন তাঁর পূর্ব-নির্দিষ্ট ছিল। প্রথমে ভেবেছিলেন বিশেষ কোনো মিনিয়েচার -শিল্পীকে নিয়ে উপন্যাস লিখবেন। পরে মত পরিবর্তন করে সমগ্র মিনিয়েচার শিল্প নিয়ে My Name Is Red লিখতে থাকেন। নিজের থেকে জীবন শুরুর

কথা মনে পড়ে তাঁর : 'Anyway, by the age of twenty-four I was living a sort of miniaturist's life. If a miniaturist would sit at his drawing table year in and year out until he went blind, that was I was doing at my own table from the age of twenty-four, sitting at a table, looking at the empty page, writin by hand with a pen (Kalem, a word loved by painters) engulfed in books.' ('A Selection form Interviesws on My nane is Red; Other Colours P. 269)

ইসলামিক ধাঁচে আঁকা ছবিতে সব মুখই একইরকম ভাবে আঁকার নিয়ম। হাজার হাজার প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছে তৈমুর লং বা অন্যান্য সুলতান - বাদশাদের, কিন্তু আমাদের আদৌ কোনো ধারণা নেই তাঁরা দেখতে কেমন ছিলেন। আমরা একজন আদর্শ সুলতানের প্রতিকৃতি দেখি মাত্র। পামুক জানেন উপন্যাস লিখে সময়ের স্রোতে হারিয়ে যাওয়া আদিম এই শিল্পকে কিছুতেই নতুন করে ফিরিয়ে আনা যাবে না। তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় গ্রন্থ My Name Is Red নিয়ে তাই শোকগাথা উচ্চারিত হয়: 'Afterwards, this fine art was cruelly lost and Post-Renaissance ways of painting and seeing, especially in portraiture... My book is about the sorrow and tragedy of this loss, this treasure, It is about the sorrow and pain of lost history.' ('A Selection form Interviews on My nane is Red; Other Colours P. 270)

পাঁচ

ওরহান পামুকের আগে তুর্কি ভাষার কোনো লেখক বা কবি তাঁর মতো সম্মানিত হননি। তাঁর বাবা গুন্ডুজ পামুক কবিতা লিখলেও তুর্কি ভাষার কতিপয় পাঠক আর হতদরিদ্র কবির জীবনকে সাগ্রহে গ্রহণ করতে চাননি তিনি। তাঁর আগে স্মৃতিকথার আবদুল হক সিনাসি হিসার, কবি ইয়াহিয়া কামাল, উপন্যাসিক আহমেদ হামদি তানপিয়ার এবং সাংবাদিক ঐতিহাসিক রেসাত একরেম কোচু—তুর্কি ভাষার চার বিষণ্ণ-লেখক একাকী তাঁদের জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন। বিবাহ করেননি, নিঃসঙ্গ মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁরা সবাই একা মারা গিয়েছেন স্বপ্ন পূরণের আগেই। ওরহান পামুকও তাঁর একই রকম অন্ধকার লেখক ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেও ঝাঁপ দিয়েছিলেন সাহিত্যে। ঝাঁপ দিতে প্রায় বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। 'The Implied Author' নিবন্ধে পামুক লিখেছেন, তিনি যখন তরুণ লেখক তখন ছিলেন অর্ধচেতন, ঈষৎ ভূতগ্রস্ত—যেন চেনা পৃথিবীর বাইরের কেউ। লিখেছেন, 'For me, literature is a medicine,' (other Colours P.3)। সাহিত্যে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মন ও মননকে বাঁচিয়ে রাখার সঞ্জীবনী।

প্রারম্ভিক লেখক-জীবনে, সেই কারণে, বাবার সম্মতি, মায়ের বাধা বা সম্ভাব্য দারিদ্র কিংবা সংসার জীবনে একমাত্র কন্যা-সন্তানকে নিয়ে স্ত্রীর ছেড়ে চলে যাওয়া—কোনোকিছুই সাহিত্য থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি তাঁকে। সত্য প্রকাশেও পামুক স্থির, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। Snow উপন্যাস লেখার পর ধর্মনিরপেক্ষরা আহত হন কারণ তিনি লিখেছিলেন, ধর্মনিরপেক্ষ মানে তুমি ভুলে যাবে তুমি গণতান্ত্রিক। তার কারণ তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষদের শক্তি আসে সেনাবাহিনী থেকে। একই সঙ্গে রাজনৈতিক ইসলামপন্থীরা অসন্তুষ্ট হন তাঁর উপর এই কারণে যে, তিনি দেখান তাঁদের কেউ একজন বিবাহের পূর্বে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত। স্মৃতিগ্রন্থ lstanbul লেখার পর পামুকের সঙ্গে চিরতরে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে তাঁর মা ও দাদার— অনেক ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রসঙ্গ প্রকাশ্যে আনার জন্য। আর কিছু মন্তব্যের জন্য তুরস্কের সাধারণ মানুষের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক হয়ে উঠেছে জটিল।

Notes on April 29, 1994 (Other Colours P.19): ওরহান পামুক লিখেছেন তিনি পৃথিবীতে ঠিক ১৫৩০০ দিন বেঁচেছেন এবং তিনি ঘুমোতে যাওয়ার আগে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবেন যদি পৃথিবীতে আরও ওই সংখ্যক দিন তাঁর আয়ু থাকে।

আজীবন তুর্কি ভাষায় লিখে যাওয়া লেখক ওরহান পামুকের লেখা এখন পর্যন্ত ষাটটি ভাষায় অনূদিত। এবং পৃথিবীর প্রায় এক কোটি মানুষ পড়েছেন সে সব লেখা। তথাকথিত উত্তর-আধুনিক পৃথিবীর এই অদ্ভুত আঁধারে - পামুক নিজের আত্মাকে পুড়িয়ে সাহিত্য - শিখা জ্বালিয়েছেন। আমরা চাই, তাঁর সত্তায় জ্বলে ওঠা অনির্বাণ এই শিখাটি আরও বেশি সাহিত্যপ্রেমী মানুষের কাছে পৌঁছে যাক, পৌঁছে যাক বাংলাভাষীর ঘরে ঘরে।

আমরা তাঁর দীর্ঘ জীবন ও তাঁর সাহিত্যের দীর্ঘতর জীবন কামনা করি।